৬০২। বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্ ।।২।৩।২৫।।

• **দী।** গুণে হেতৌ অ-স্ত্রীলিঙ্গে পঞ্চমী বা স্যাৎ। জাড্যাৎ জাড্যেন বা বদ্ধঃ। গুণে কিম্? ধনেন কুলম্। অস্ত্রিয়াং কিম্? বুদ্ধ্যা মুক্তঃ। 'বিভাষা' ইতি যোগবিভাগাৎ অগুণে স্ত্রিয়াঞ্চ ক্বচিৎ। ধূমাদগ্নিমান্। নাস্তি ঘটোঽনুপলব্ধেঃ।

• **পদটীকা।** জাড্য— জড়তা, তামসিকতা, আলস্য। **বদ্ধ** — পরবশ, পরাধীন। কুল— বংশ, এখানে উচ্চবংশ অর্থাৎ কৌলীন্য। **অনুপলব্ধি**— উপলব্ধির অভাব। গুণ— পদার্থের অবিচ্ছেদ্য ধর্ম।

যোগবিভাগ— যোগস্য (সংযোগস্য) বিভাগঃ (বিচ্ছেদঃ) 'যোগ-বিভাগঃ' (Separation of Connection)। পাণিনীয় কোন সূত্রের একাংশ হইতে অন্যাংশের পৃথক্করণের নাম '**যোগ-বিভাগ**'। 'নিরংকুশা হি কবয়ঃ।' প্রসিদ্ধ কবিগণ নিয়মের দাস নন, এইজন্য অনেক সময় তাঁহাদের রচনায় এমন অনেক প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যাহা 'শব্দশাস্ত্র' সম্মত নহে। কিন্তু ব্যাকরণের উদার-দৃষ্টি-ব্যাখ্যাতৃগণ অনিয়ম-নিষ্পন্ন এইসব কবি-বিবক্ষাকে সহসা 'অশুদ্ধ' না বলিয়া নানান্ উপায় ও কৌশলে (যথা, ব্যবস্থিত-বিভাষা, মণ্ডুক-প্লুতিবৎ অনুবৃত্তি, বিধানের অনিত্যতা, জ্ঞাপকতা ইত্যাদি) সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন। যখন কোন ক্রমেই সমর্থন করা সম্ভব হয় না, তখনই 'শিষ্ট' অথবা 'আর্ষ' প্রয়োগ বলা হয় (তথাপি 'ভুল' বলা হয় না)। সমর্থক এইসব উপায়ের অন্যতম হইল '**যোগ-বিভাগ**'। সংশ্লিষ্ট সূত্রের দ্বারা যেখানে কোন প্রয়োগকে সমর্থন করা যায় না, সেখানে 'মূল' সূত্রকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, সূত্রের একাংশের দ্বারা সমর্থনের যে উপায় বা পন্থা, তাহাই '**যোগবিভাগ**'। এই উপায়ে সূত্র বিভক্ত হইলে সূত্রের দুই অংশ দুইটি **স্বতন্ত্র সূত্র** হইয়া পড়ে অর্থাৎ **এক সূত্র দুই সূত্রে পরিণত** হয়। এই সূত্রদ্বয়ের **প্রথমটির দ্বারা** '**প্রসিদ্ধ বিবক্ষা**' **সমর্থনরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য** সাধিত হয়, এবং **দ্বিতীয়টির দ্বারা** মূলসূত্রের যে '**সাধারণ তাৎপর্য**' তাহা চরিতার্থ হয়। এই 'যোগ-বিভাগ' যত্র তত্র প্রযোজ্য নয়, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের **অসাধারণ প্রয়োগ সমর্থনের জন্যই** ('**অভিযুক্ত-প্রয়োগসমর্থনার্থমেব**') এই **অসাধারণ উপায়** অবলম্বনীয়। পাণিনির 'অতি-অনুগত-ভাষ্যকার' (পতঞ্জলি) কিন্তু এই উপায় অর্থাৎ 'যোগ-বিভাগ' কুত্রাপি অবলম্বন

করেন নাই। তিনি **অন্য উপায়ে** প্রসিদ্ধ বিবক্ষা-সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে তাহা সম্ভব হয় নাই, সেখানে নিজস্ব নূতন সূত্র ('ইষ্টি সূত্র') রচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপত ইহাই হইল পাণিনীয় ব্যাকরণের ব্যাখ্যায় **যোগ-বিভাগ তত্ত্ব**।

• **অনুবাদ**। 'হেতুবাচক' শব্দ যদি 'গুণবাচক' হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গ না হয়, তবে তাহাতে **বিকল্পে ৫মী** হয়। যথা, — **জাড্যাৎ জাড্যেন** বা বদ্ধঃ (আলস্য বা তামসিকতাহেতু পরবশ বা পরাধীন)। 'গুণবাচক' হইলে কেন? গুণবাচক না হইলে, ৫মী হয় না। যথা, — **ধনেন** কুলম্ (অর্থের জন্যই কৌলীন্য অর্থাৎ আভিজাত্য)। 'অস্ত্রীলিঙ্গে' কেন? স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ৫মী হয় না। **যথা,— বুদ্ধ্যা মুক্তঃ** (বুদ্ধির জন্য মুক্ত হইল)। সূত্রস্থ 'বিভাষা' শব্দটির সূত্রের অন্যাংশের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া 'যোগ-বিভাগ' বলে কখনও কখনও 'অ-গুণবাচক' ও স্ত্রীলিঙ্গ 'হেত্বর্থক' শব্দের পঞ্চমী সমর্থনীয়। **যথা,— ধূমাদ**- গ্নিমান্ (ধূম হেতু পদার্থটি বহ্নিযুক্ত) নাস্তি ঘটোঽনুপলব্ধেঃ (উপলব্ধি করি না, অতএব ঘট নাই)।

• **আলোচনা** । 'হেত্বর্থে' **৩য়া** হয়, কিন্তু হেত্বর্থক শব্দ 'গুণবাচক' হইলে এবং 'স্ত্রীলিঙ্গ' না হইলে তাহাতে **বিকল্পে ৫মী** হয় অর্থাৎ ৩য়া ও ৫মী হয়। **যথা, জাড্যেন জাড্যাৎ** বা বদ্ধঃ।

এখানে **'জাড্য'** হেতুবাচক শব্দ, কারণ ইহা 'বদ্ধতার' হেতু এবং জাড্য যেহেতু একটি **'গুণ'**, অতএব ইহা **গুণবাচকও**। জাড্য শব্দটি নপুংসকলিঙ্গ, অতএব ইহা **অ-স্ত্রীলিঙ্গ**। অতএব উক্ত উদাহরণে আলোচ্য সূত্রের সমস্ত উপাধিগুলির (condition) বিদ্যমানতাহেতু **জাড্য শব্দে বিকল্পে ৫মী হইয়াছে**। কিন্তু **'ধনেন কুলম্'** এই উদাহরণে **'ধন' হেত্বর্থক** (কৌলীন্যের **হেতু**) **শব্দ ও অ-স্ত্রীলিঙ্গ** (কারণ, ইহা নপুংসকলিঙ্গ), **কিন্তু গুণ নয়, দ্রব্য**। অতএব উপাধিত্রয়ের একটির অভাব হওয়ায় **'ধনেন' হেত্বর্থে ৩য়া হইয়াছে**। আলোচ্য সূত্রানুসারে **বিকল্পে ৫মী হয় নাই**। এইরূপ **'বুদ্ধ্যা মুক্তঃ'** এই উদাহরণে 'বুদ্ধি' যেহেতু মুক্তির হেতু, অতএব **ইহা 'হেত্বর্থক শব্দ'** এবং 'বুদ্ধি' যেহেতু একটি 'গুণ' অতএব **গুণবাচকও**। কিন্তু 'বুদ্ধি' শব্দ যেহেতু **'স্ত্রীলিঙ্গ'** অতএব **'বুদ্ধ্যা' হেত্বর্থে ৩য়া হইয়াছে, বিকল্পে ৫মী হয় নাই**।

কিন্তু কখনও কখনও হেত্বর্থক শব্দ 'গুণবাচক' না হইলেও এবং 'স্ত্রীলিঙ্গ' হইলেও ৫মী হয়।

যথা,— ধূমাদগ্নিমান্ (পর্বতঃ)। নাস্তি ঘটোঽনুপলব্ধেঃ। এই বাক্য দুইটি ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ উদাহরণ। প্রথম উদাহরণে 'ধূম' গুণ নয়, 'দ্রব্য' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'অনুপলব্ধি' গুণবাচক হইলেও 'স্ত্রীলিঙ্গ', তথাপি '৫মী' হইয়াছে। এই '৫মী' নিয়ম-সম্মত নয়, তথাপি ইহা সমর্থনীয়। পাণিনীয়সূত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ নিরংকুশ কবি অথবা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রয়োগকে সহজে 'অসিদ্ধ' বা 'অশুদ্ধ' মনে না করিয়া নানা-উপায়ে তাহা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, শব্দ-শাস্ত্র বিচারে ইহা তাঁহাদের প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগীর পরিচয়। যে-সকল উপায়ে তাঁহারা এইসব অনিয়ম-নিষ্পন্ন প্রয়োগকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন, 'যোগবিভাগ' তাহাদের অন্যতম। 'যোগবিভাগের' বৈশিষ্ট্য 'পদটীকায়' বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য উদাহরণ দুইটি এই 'যোগ-বিভাগের' সাহায্যেই সমর্থনীয়। এইজন্যই দীক্ষিত বলেন—'বিভাষা ইতি যোগবিভাগাৎ' ইত্যাদি।

সূত্রের একাংশ হইতে অন্যাংশের পৃথক্‌করণের নাম 'যোগ-বিভাগ'। এখানে 'বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্' এই সূত্রে 'বিভাষা' পদটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'যোগ-বিভাগ' করা হয়, ফলতঃ সূত্রটি বিভক্ত হইয়া 'বিভাষা' ও 'গুণেঽস্ত্রিয়াম্' এই দুই স্বতন্ত্র সূত্রে পরিণত হয়। এবং 'বিভাষা' সূত্রের দ্বারাই আলোচ্য উদাহরণ দুইটির '৫মী' সমর্থনীয়।

'হেতৌ' সূত্র হইতে ' হেতৌ' এবং 'অকর্তর্যণে ৫মী' হইতে '৫মী' এই দুই পদের অনুবৃত্তিদ্বারা 'বিভাষা' সূত্রের অর্থ 'হেতৌ পঞ্চমী বিভাষা' অর্থাৎ হেত্বর্থক শব্দে বিকল্পে ৫মী হয়। ইহা 'গুণবাচক' অথবা 'অ-স্ত্রীলিঙ্গ' কিনা তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না, শব্দটি 'হেত্বর্থক' হইলেই তাহাতে বিকল্পে ৫মী হইবে, **ইহাই বিভাষা সূত্রের তাৎপর্য**। এই সূত্রানুসারে 'ধূম' ও 'অনুপলব্ধি' যথাক্রমে 'অ-গুণবাচক' ও 'স্ত্রীলিঙ্গ' হইলেও উহারা যেহেতু 'হেত্বর্থক', অতএব উহাদের উত্তর যে ৫মী তাহা অশুদ্ধ নয়, সিদ্ধ। 'গুণেঽস্ত্রিয়াম্' এই দ্বিতীয় সূত্রটিতে পূর্ব সূত্র হইতে 'হেতৌ' '৫মী' ও

'বিভাষা' এই তিনটি পদের অনুবৃত্তি করিয়া তদ্দ্বারা 'বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্' এই অখণ্ড-সূত্রের যে সাধারণ উদ্দেশ্য তাহাই সাধিত হয়।

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন, অসাধারণ প্রয়োগ, পণ্ডিতগণের নিয়ম বিরুদ্ধ প্রয়োগ-সমর্থনের জন্যই 'যোগ-বিভাগ' করা হয়, যত্র তত্র যে কোন অনিয়মের সমর্থন ইহার লক্ষ্য নয়।

'হেত্বর্থক' শব্দের বিভক্তি বিষয়ে সংক্ষেপত নিম্নোক্ত সংকেতসূত্রগুলি সতত স্মরণীয় ঃ—

(১) হেত্বর্থক শব্দে **সাধারণত ৩য়া বিভক্তি** হয়।

(২) 'হেত্বর্থক' শব্দ যদি 'ঋণবাচক' হয়, কিন্তু 'প্রযোজক' কর্তা না হয়, তবে তাহাতে **৫মী হইবে, তৃতীয়া নহে।**

(৩) 'হেত্বর্থক' শব্দ যদি 'গুণবাচক' হয় এবং 'স্ত্রীলিঙ্গ' না হয়, তবে তাহাতে **বিকল্পে ৫মী** অর্থাৎ ৩য়া ও ৫মী উভয় বিভক্তিই হইবে।

(৪) প্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনায় **'যদি অ-গুণবাচক ও 'স্ত্রীলিঙ্গ' হেত্বর্থক শব্দে ৫মী দৃষ্ট হয়,** তবে তাহা **যোগ-বিভাগের দ্বারা** সমর্থনীয়।

❑ ৬০৩। পৃথগ্বিনা-নানাভিস্তৃতীয়ান্যতরস্যাম্।২।৩।৩২।।

• **দী**। এভির্যোগে তৃতীয়া স্যাৎ, পঞ্চমী-দ্বিতীয়ে চ। অন্যতরস্যাং-গ্রহণং সমুচ্চয়ার্থম্। পঞ্চমী-দ্বিতীয়ে চানুবর্তেতে। পৃথক্ রামেণ রামাৎ রামং বা। এবং বিনা নানা।

• **পদটীকা**। **সমুচ্চয়**— সমূহ, সমষ্টি; **নানা**— বিনা, ব্যতীত। **অন্যতর স্যাম্**— এখানে ইহা বিকল্পার্থক নয়, সমুচ্চয়ার্থক; অর্থাৎ, ইহার অর্থ এখানে 'বা' নয়, ইহার অর্থ 'চ' (প্রভৃতি, ইত্যাদি)।

• **অনুবাদ।** এই শব্দগুলির যোগে **'তৃতীয়া' হয় এবং দ্বিতীয়া ও 'পঞ্চমী'**-ও হয়। সূত্রে 'অন্যতরস্যাং' শব্দটি 'সমূহার্থে' প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'পঞ্চমী' ও 'দ্বিতীয়া' পূর্বসূত্র হইতে অনুবৃত্ত হয়। **যথা, পৃথক্ রামেণ, রামাৎ রামং** বা (রাম হইতে ভিন্ন)। এইরূপ 'বিনা' ও 'নানা' শব্দের যোগেও হয় অর্থাৎ এই দুই শব্দের যোগেও ২য়া, ৩য়া ও ৫মী হয়।

• **আলোচনা।** 'পৃথক' 'বিনা' ও 'নানা' শব্দের যোগে তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিসমূহ হয়। ইহাই সূত্রটির আক্ষরিক অনুবাদ। 'অন্যতরস্যাং' শব্দটি সূত্রে **বিকল্পার্থক নয় সমুচ্চয়ার্থক**। অর্থাৎ ইহার অর্থ 'বা' (or) নয়, 'চ' (and)। চার্থের জন্যই তৃতীয়া 'প্রভৃতি' এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। 'প্রভৃতি' বলিতে '২য়া' ও '৫মী' বুঝায়। সূত্রে পূর্ববর্তী অপাদানে পঞ্চমী হইতে (মণ্ডূকপ্লুতিবৎ) পঞ্চমীর এবং 'এনপা দ্বিতীয়া' হইতে দ্বিতীয়ার অনুবৃত্তি হয়। এই বিভক্তি-দ্বয়ের অনুবৃত্তির ফলে উক্ত তিনটি অব্যয়ের যোগে ২য়া, ৩য়া ও ৫মী হয়, ইহাই হইল সূত্রের সম্পূর্ণার্থ। 'অন্যতরস্যাং' শব্দটি **বিকল্পবোধক** হইলে তৃতীয়ার বিকল্পে হয় ২য়া, অথবা ৫মী হইত অর্থাৎ একটি বিভক্তি হইত, দুইটি নয়।

কেহ কেহ অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'এনপা দ্বিতীয়া' (২।৩।৩১) হইতে ২য়া-র অনুবৃত্তি স্বীকার করেন কিন্তু অপাদানে পঞ্চমী হইতে 'মণ্ডূকপ্লুতিবৎ' ৫মী-র অনুবৃত্তি স্বীকার করেন না। অতএব তাঁহাদের মতে **'অনুবৃত্তি' দ্বারা** ২য়া এবং 'পৃথগ্ বিনা-নানাভিঃ' এই সূত্রাংশকে সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া **'যোগ-বিভাগ দ্বারা ৫মী'** সমর্থনীয়। যদিও যোগ-বিভাগের ফলে প্রথম সূত্র দ্বারা 'পৃথক' প্রভৃতি অব্যয় তিনটির যোগে **যে-কোন বিভক্তি** হয় এইরূপ অর্থ প্রকাশ পায় তথাপি ৫মী-ই সিদ্ধ হইবে। অন্য বিভক্তি নহে, কারণ, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসাধনই যোগ-বিভাগের লক্ষ্য। পৃথক্ প্রভৃতি শব্দের যোগে ৫মী হয় অথচ সূত্রে ৫মী-র প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই, 'অন্যতরস্যাং' শব্দেও উহার সুস্পষ্ট দ্যোতনা নাই এবং অনুবৃত্তিদ্বারাও তাহা সহজলভ্য নহে, এইজন্যই যোগ-বিভাগ কর্তব্য। পঞ্চমী বিভক্তিই এই যোগ-বিভাগের বিশেষ লক্ষ্য, এই লক্ষ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য সাধনের শক্তি এই সূত্রে যোগ-বিভাগের নাই।

উদাহরণ, যথা—

(১) রামং রামেণ রামাৎ বা পৃথক্।

(২) উদ্যমং উদ্যমেন উদ্যমাৎ বা ন কিমপি কর্ম সিধ্যতি।

(৩) নানা নারীং (নার্যা, নার্যাঃ) নিষ্ফলা লোকযাত্রা (নারী ব্যতীত সংসার বিফল)।

❑ ৬০৪। করণে চ স্তোকাল্প-কৃচ্ছ্র-কতিপয়স্যাসত্ত্ববচনস্য।।২।৩।৩৩।।

• **দী**। এভ্যঃ অদ্রব্যবচনেভ্যঃ করণে তৃতীয়া-পঞ্চম্যৌ স্তঃ। স্তোকেন স্তোকাদ্বা মুক্তঃ। দ্রব্যে তু— স্তোকেন বিষেণ হতঃ।

• **পদটীকা**। **স্তোক**— অল্প (a little)। **কৃচ্ছ্র**— কষ্ট। **সত্ত্ব**— দ্রব্য। **সত্ত্ববচন**— দ্রব্যবাচক অর্থাৎ দ্রব্যের বিশেষণ। **অসত্ত্ববচন**— যাহা কোন দ্রব্যের অর্থাৎ পদার্থের বিশেষণ নহে।

• **অনুবাদ**। এই সব শব্দ অর্থাৎ, স্তোক, অল্প, কৃচ্ছ্র ও কতিপয় শব্দ যদি করণ কারকরূপে প্রযুক্ত হয় এবং কোন দ্রব্যের বিশেষণ না হয়, তবে **উহাদের উত্তর** তৃতীয়া ও 'পঞ্চমী' হয়। যথা,— **স্তোকেন স্তোকাদ্বা** মুক্তঃ (অল্পের দ্বারা অর্থাৎ অল্প-আয়াসে অথবা অল্প-ব্যবধানে রক্ষা পাইয়াছে— (saved easily or narrowly)। দ্রব্যের 'বিশেষণ' হইলে কিন্তু (৫মী হয় না)। যথা— **স্তোকেন** বিষেণ হতঃ (অল্প বিষেই নিহত হইয়াছে)।

• **আলোচনা**। স্তোক, অল্প, কৃচ্ছ্র ও কতিপয় শব্দ বাক্যে 'করণ' কারক হইলে **'করণে ৩য়া'** এবং আলোচ্য সূত্রানুসারে 'করণে ৫মী' হইবে। করণে ৩য়া-ই এখানে স্বাভাবিক, কিন্তু করণে **৫মী হইতে হইলে একটি মাত্র শর্তে** তাহা হইতে পারে। যদি উক্ত শব্দগুলি দ্রব্যবাচক অর্থাৎ কোন দ্রব্যের বিশেষণ না হয়, তবেই ৫মী হইতে পারে।

যথা,— **স্তোকাৎ, অল্পাৎ, কৃচ্ছ্রাৎ, কতিপয়েভ্যো** বা মুক্তঃ। মাত্র **অল্পের ব্যবধানে, কষ্টে** অথবা মাত্র কয়েকটির জন্য রক্ষা পাইয়াছে, ইহাই বাক্যার্থ। এখানে 'স্তোক' প্রভৃতি শব্দ 'মুক্ত' ক্রিয়ার 'করণ', অথচ কাহারও বিশেষণ নহে। অতএব 'স্তোকাৎ' ইত্যাদি '৫মী' হইয়াছে। বিকল্পে **'স্তোকেন ইত্যাদি' 'করণে ৩য়া'** হইবে। কিন্তু

'স্তোকেন বিষেণ হতঃ' এই বাক্যে 'স্তোক' শব্দটি 'মুক্ত' ক্রিয়ার 'করণ', কিন্তু 'বিষের' বিশেষণ, অতএব উহাতে মাত্র 'তৃতীয়াই' হইয়াছে, ৫মী হয় নাই।

সূত্রে **'কতিপয়স্য'** শব্দে **'ষষ্ঠী'** ও **'একবচন'** নিয়ম-সম্মত নহে। কারণ, যে শব্দের উত্তর কোন বিভক্তি বিহিত হয়, সূত্রে তাহাকে **'পঞ্চম্যন্ত'** করিয়া প্রকাশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত সূত্রস্থ 'দ্বন্দ্ব' সমাসনিষ্পন্ন **'স্তোকাল্প-কৃচ্ছ্র কতিপয়স্য'** শব্দটি যেহেতু বহুবচনার্থের প্রকাশক, অতএব তাহা 'বহুবচনান্ত' হওয়া উচিত। অতএব 'করণে চ স্তোকাল্প-কৃচ্ছ্র-কতিপয়েভ্যোঽসত্ত্ব-বচনেভ্যঃ' ইহাই হইল সূত্রের নিয়ম-সম্মত রূপ। এবিষয়ে নিম্নোক্ত কারিকাটি স্মরণীয় ঃ—

"সূত্রে **ষষ্ঠ্যাং** ততঃ স্থানে, **পঞ্চম্যাং** তত উত্তরে।
সপ্তম্যাঞ্চ পরে তস্মিন্, গম্যে চোপপদে ক্বচিৎ।।"

সূত্রে **'ষষ্ঠ্যন্ত'** পদের অর্থ হইবে **'তাহার স্থানে'**, **'পঞ্চম্যন্ত'** পদের অর্থ **'তাহার উত্তর'** এবং **'সপ্তম্যন্ত'** পদের অর্থ **'তাহা পরে থাকিলে'**, ইহাই উক্ত কারিকার তাৎপর্য।

কিন্তু এখানে ইহাও স্মরণীয় যে, সূত্র-রচনায় সূত্রকারের স্বাধীনতা শব্দশাস্ত্রে স্বীকৃত, ফলত সূত্ররচনায় বিভক্তি-বচনাদি বিষয়ে অনিয়মও শব্দশাস্ত্র-সম্মত। অতএব আলোচ্য সূত্রে 'ষষ্ঠ্যন্ত' ও 'একবচনান্ত' 'কতিপয়স্য' সমর্থনীয়।

☐ ৬০৫। দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ।।২।৩।৩৫।।

• **দী**। এভ্যো দ্বিতীয়া স্যাৎ। চাৎ পঞ্চমী তৃতীয়ে চ। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে বিধিরয়ম্। গ্রামস্য দূরাৎ দূরং দূরেণ বা, অন্তিকম্ অন্তিকাৎ অন্তিকেন বা। অসত্ত্ববচনস্য ইত্যনুবৃত্তের্নেহ— দূরঃ পন্থাঃ।

• **অনুবাদ**। এই সকল শব্দের অর্থাৎ দূরার্থক ও অন্তিকার্থক (অন্তিক-নিকট) শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া হয়। সূত্রে 'চ' থাকায় পঞ্চমী ও তৃতীয়াও হইবে। 'প্রাতিপদিকেরই' অর্থে এই-বিধান অর্থাৎ 'প্রাতিপদিকার্থেই' ২য়া, ৩য়া ও ৫মী হয়।

যথা— 'গ্রামস্য' ইত্যাদি (গ্রাম হইতে 'দূর', গ্রাম হইতে 'নিকট')। পূর্ববর্তী 'করণে চ স্তোকাল্প— ' সূত্র হইতে 'অসত্ত্ববচনস্য' এই পদের অনুবৃত্তি হওয়ায় 'দূরঃ পন্থাঃ' এ উদাহরণে দ্বিতীয়াদি হয় নাই।

● **আলোচনা**। দূরার্থক ও অন্তিকার্থক **শব্দের উত্তর** ২য়া প্রভৃতি বিভক্তি হয়। 'চ' এর অর্থ এখানে 'প্রভৃতি' এবং প্রভৃতি দ্বারা ৩য়া ও ৫মী বুঝায়। অতএব 'দূরার্থক' ও 'সমীপার্থক' শব্দের উত্তর ২য়া, ৩য়া ও ৫মী হয়, ইহাই সরলার্থ। কিন্তু এখানে ২য়া, **৩য়া, ও ৫মী**, কর্ম, করণ বা অপাদানার্থের দ্যোতক নয়, 'প্রাতিপাদিকার্থ' অর্থাৎ **প্রথমার্থেরই দ্যোতক**। অতএব দূরং, দূরেণ, দূরাৎ এই শব্দগুলির 'দূরকে', 'দূরদ্বারা', 'দূর হইতে' এইরূপ অর্থ নয়। ইহাদের অর্থ 'দূর' অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তির যেরূপ অর্থ হয় তদ্রূপ অর্থ। এই সূত্রটি, 'প্রাতিপদিকার্থ—' সূত্রের **'অপবাদ'** অর্থাৎ বাধক বা ব্যতিক্রম। দূরার্থক ও অন্তিকার্থক শব্দের ক্ষেত্রে **প্রাতিপদিকার্থে ১মা না হইয়া** ২য়া, **৩য়া ও ৫মী হয়**, ইহাই সূত্রটির প্রকৃত তাৎপর্য। কিন্তু এক্ষেত্রে **'প্রাতিপদিকার্থমাত্রেই'** যে ২য়া প্রভৃতি হয়, তাহা নহে, তত্তৎবিভক্তি **'কারক-সম্বন্ধেরও'** প্রকাশক হইতে পারে। 'ভাষ্যকার' স্বয়ং 'দূরাদাবসথান্মূত্রম্' (আবসথ অর্থাৎ বাসস্থান হইতে **'দূরে'** মূত্র ত্যাগ করা উচিত) এই উদাহরণ দিয়াছেন। এই উদাহরণে 'দূরাৎ' পদের অর্থ **'দূরে'** অর্থাৎ 'দূরাৎ' প্রাতিপদিকার্থের নয়, **অধিকরণার্থেরই দ্যোতক**। 'দূরাৎ' এখানে **প্রাতিপদিকার্থে ৫মী নয়, 'অধিকরণে ৫মী'**। সাধারণত 'প্রাতিপদিকার্থে' এই বিভক্তিগুলি হইলেও 'কারকার্থে' ইহাদের প্রয়োগও অশুদ্ধ নয়, ইহাই বিশেষ তাৎপর্য।

আলোচ্য-সূত্রে পূর্বসূত্র হইতে 'অসত্ত্ববচনস্য' পদটির অনুবৃত্তি হয়। ফলত 'দূরার্থক' ও 'অন্তিকার্থক' শব্দ **কাহারও 'বিশেষণ' হইলে** আলোচ্য সূত্র প্রযোজ্য হয় না, তখন বিশেষ্যানুসারে দূরার্থক ও অন্তিকার্থক শব্দের **বিভক্তি** হইয়া থাকে। **যথা,— দূরঃ** পন্থাঃ (দূর পথ)। এখানে 'দূর' শব্দটি 'পথিন্' শব্দের বিশেষণ, অতএব 'পন্থাঃ' ১মা হওয়ায় 'দূর' শব্দেও **১মা** হইয়াছে। এইরূপ বিশেষ্যের বিভক্ত্যনুসারে ২য়া, ৩য়া প্রভৃতি **সমস্ত** বিভক্তি-ই **হইতে পারে**, শুধু ২য়া, ৩য়া বা ৫মী নহে।